ঝড়ের রাতে

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

যাচ্ছিলাম রাজস্থান বই আনতে ভূপেনদের বাড়ি। পড়ি নীচেরক্লাসে, বয়েস বারো বছর। বই পড়ার বড্ড ঝোঁক। পাড়াগাঁজায়গা, বই তেমন মেলে না। আমাদের ক্লাসের একটাছেলে—নাম তার ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাড়ি নদীর ওপারে সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়—একদিন বললে তার বাড়ি দু'তিনখানাবই আছে। নাম কি ?ভেবে বললে, একখানার নাম রাজস্থান।মোটা বই, না সরু ?মোটা, খুব মোটা।

আর যাবি কোথায় ! রাজস্থান বইয়ের নাম আমার শোনা আছে। বই দিবি তো ?হাঁ দেবে, যদি তার বাড়ি আমি যাই।

—কিন্তু তাহলে সেদিন বাড়ি ফিরবো কি করে ?

—কেন, সেদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে !

এই শর্তে রাজি হয়ে বই আনতে যাচ্ছি ভূপেনদের বাড়ি।নদীর ওপারে, আমাদের স্কুল থেকে পাঁচ মাইল পথ। সময়টাবোধ হয় পুজোর পর। দিন ছোট, নদী পার হতে না হতে বেলাগেল। সঙ্গে সঙ্গে নামলো বৃষ্টি। মেঘ অনেকক্ষণ থেকে জমে ছিল আকাশে।

দৌড়ে গিয়ে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম।ছাতি আনিনি সঙ্গে। এটা বর্ষাকাল নয়, ওবেলা চমৎকার রোদ ছিল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি নামবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আমতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে বুঝলাম আমগাছেরশাখাপত্র বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে পারবে না। বাড়িঘরআছে কিনা দেখবার আগ্রহে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি কিছুদূরে আমবাগানের ফাঁকে একটা পুরনো কোঠাবাড়ি যেন বৃষ্টিরমধ্যে আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

এক দৌড় দিলাম বাড়িটা লক্ষ্য করে এবং সর্বাঙ্গ ভিজেজুবড়ি হয়ে হুড়মুড় করে বারান্দার দোর ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাড়ি কাদের, কে আছে না আছে সেখানে, এদিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নেই।

কে যেন একজন বারান্দার ও-কোণ থেকে রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—কে হে ?

চমকে চেয়ে দেখি একজন বুড়ো মানুষ একটা মাদুরের ওপর ঝুঁকে বসে কি করছিল, মুখ ঈষৎ তুলে আমার দিকেচেয়ে প্রশ্নটা করছে।

অপ্রতিভের সুরে বললাম আমি একজন স্কুলের ছেলে। সুখপুকুর যাবো।

—সুখপুকুর যাবে তো এখানে কি ?

—আজ্ঞে বিষ্টিটা এল কিনা, ওই আমতলায় দাঁড়িয়েভিজছিলাম।

—কোন্ আমতলায় ?

—ও রাস্তার ধারের।

—ভালো আম, বড্ড ভালো আম ওর।

এ কথাটা যেন আমি ছেলেমানুষ হলেও কানে কেমন একটু অসংলগ্ন ঠেকলো। তবুও প্রবীণ ব্যক্তির কথার প্রতি শ্রদ্ধাও সম্মান দেখানোর জন্যে বললাম—ও !

বৃদ্ধ রাগত ভাবে বলে উঠলেন—ও ?কি ও ?ও মানেকি—ও !

আমি অবাক। চুপ করে রইলাম। অন্যায় কথা বলেফেলেছি নাকি ? 'ও'বলা উচিত হয়নি !

—তোমার নাম কি হে ?

—আজ্ঞে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এঃ ! দুলাল—আদরের দুলাল ! কোন্ ক্লাসে পড় ?

সিক্স ক্লাস।

—সিক্স ক্লাসে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিক্স ক্লাসে।

কি আশ্চর্যের কাণ্ড, এই কথার পর বৃদ্ধের রাগী মেজাজহঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। নয়তো আমি সত্যি ভাবছিলাম বৃষ্টি একটুখানি থামলেই এখান থেকে চলে যাবো, যা থাকে কপালে। এমন রাগী লোকের ঘরে থাকবার কোনো দরকার নেই। বুড়ো শান্ত হয়ে বললে—সিক্স ক্লাসে পড়ো ! আচ্ছা এসেবোসো এখানে।

সিক্স ক্লাসে অধ্যয়নের অধিকারগর্বে আমি গিয়ে মাদুরটারএক পাশে বসলাম।

—নাম কি ?

আবার বিনীত ভাবে নামটি বলি।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ বললেন—খাবে কিছু ?

—আজ্ঞে না।

—না কেন ?খাও না। ওই কোণে উঠে গিয়ে দ্যাখোশুকনো নারকোল আছে ! নিয়ে এসো, দা দিচ্ছি কেটে খাও।

—আমি ঝুনো নারকোল ঝুড়তে জানিনে।

—জানো না ?গেরস্তঘরের ছেলের সব জানা দরকার। তবে খাবে কি ?আর তো কিছু নেই !

—যাক গে, খাবো না কিছু।

—না না, তা কি হয় ?ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েছে বইকি। ওবেলা তো কখন খেয়ে বেরিয়েচো—সুখপুকুর যাচ্ছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন ?

—একখানা বই আনতে।

—কি বই ?

—রাজস্থান বলে একটা বই।

বৃদ্ধ রাগের সুরে বললেন-হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজস্থান জানি।পড়েচি। অমন করে বলে নাকি ?একটা বই ! ও কি রকম কথা ?রাজস্থানের নাম কে না জানে ! তুমিই বুঝি সিক্স ক্লাসে পড়ো, আর কেউ কিছু জানে না?

আমার এবার রাগ হল, ভয়ও হল। নাঃ, এখানে আর থাকা নয়। এ রকম বদমেজাজী বুড়োর কাছে কেউ থাকে ?

বুড়ো আবার তখুনি সুর নরম করে বললে—যাক্ গে, ছেলেমানুষের সঙ্গে আর কি হবে বকে ! এখন খাবে কি তাইবলো ?

—আপনি যা বলেন।

—তাই তো, কিছুই ঘরে নেই।

—আপনি কি খাবেন ?

—আমি ?ওবেলার পান্তভাত আছে, নেবু দিয়ে তাইখাবো। এসো ভাগ করে দুজনে খাই।

সত্যিই আমার বড় খিদে পেয়েছিল। কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। পান্তভাত, পান্তভাতই সই। বুড়োআমাকে বড় খাটালে। হাঁড়ি পেড়ে আনলাম ওর কথায়, কলারপাতা কেটে আনালে, ভাত বাড়িয়ে নিলে।কিছু তরকারি নেই, শুধু নুন আর ভাত। গপগপ করে বুড়ো গিলতে লাগলো সেই ভাত। নেবু দিয়ে খাবে বলেছিল, তাই বা কই ?তা হলেও তোহত, কোনো রকমে খাওয়া শেষ হল।

আমার তখন ভয় হয়েছে বৃদ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় আমার গলা টিপে না মারে। সুতরাং যখন বুড়ো বললে, ঘুমুতে, তখনআমার মনে ভয় ও অস্বস্তি দুই-ই এসে জুটলো।

বললাম—শোবো কোন্ ঘরে ?

—ঘর ?ঘর তো মোটে এই একটা !

—এটা তো দালান।

—দালানও যা, ঘরও তাই। এখানে মাদুর পেতে নাও, ওই দেওয়ালের কোণে মাদুর আছে।

—আপনি শোবেন না ?

—না। আমি কাজ করছি দেখচো না ?

এতক্ষণ কিছুই দেখিনি লক্ষ্য করে। এইবার একটুকৌতুহলের সঙ্গে চাইতেই তিনি বললেন—যাও, শুয়ে পড়ো।এদিকে তাকাতে হবে না।

আমি ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু আমারচোখ-কান রইল বুড়োর দিকে। আমি ঘুমুলাম না, ঘুম আমারহলও না—শুয়ে আড়চোখে বুড়োর দিকে চেয়ে রইলাম।

বুড়ো কি যে করছে, অনেকক্ষণ অবধি আমি ঠাওরকরতেই পারলাম না।

অবশেষে মনে হল, বুড়ো ছবি আঁকছে !

খুব মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকছে।

ভালো করে দেখবার সাহস আমার হয় নি। ছবি আঁকছেনিশ্চয়ই, সেটা বুঝতে পারলাম। আমারও ঘুম হল না। বুড়োপ্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত ছবি আঁকলে। ভোরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

জেগে উঠে দেখি রোদ উঠেচে। বুড়ো তখনো ওঠেনি। আস্তে আস্তে উঠে বুড়োর মাদুরের কাছে এসে দেখিমাদুরের ওপর মাটির খুরি অনেকগুলো সারি সারি সাজানো, তাতে নানা রং। সরু মোটা কতকগুলো তুলি একটা পিঁড়িতে কাতভাবে সাজানো, কতকগুলো তুলি মাদুরের ওপর ছড়িয়েপড়ে আছে—আর সামনে একখানা তক্তার ওপর পেরেকদিয়ে আঁটা কাগজ কিংবা চটের ওপর একখানা যা ছবি !

ছবিখানা কোনো একটি মেয়েছেলের।

কার এমন সুন্দর মুখ, এমন বড় বড় টানা চোখ—কিজানি ?

আধখানা মাত্র আঁকা হয়েছে—তাও সব যেন হয় নি, কিছু কিছু বাকি আছে। কিন্তু এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এ বুড়ো ?এমন ছবি যে মানুষে আঁকতে পারে, সে বিশ্বাস আমার ছিল না। ক্লাসে ইন্দু মাস্টারের দেওয়া আতা, পাখি, চেয়ারের ড্রইং আঁকি, তাও মনের মতো হয় না আমার নিজেরই। ভাবিআতা আঁকবো, হয়ে যায় যে জিনিস, তাকে বেলও বলা চলে, আমও বলা চলে, হয়তো কুমড়ো বলাও যেতে পারে। সুতরাংতলায় 'আতা' বলে লিখে দিতে হয়।

কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের বুড়ো, এ এমন ছবিআঁকতে পারে?

অবাক হয়ে গেলাম। বুড়োকে ডেকে বলবো সে কথা ?দরকার নেই, ঘুমুচ্চে ঘুমুক। আমার বিদায় নেবার সময় হয়েচে। কিন্তু ঘুমন্ত বুড়োকে জাগাতেও সাহস হল না। নাজাগিয়েই বা যাই কি করে ?আবার ভয় হল, বুড়োর ছবি দেখে ফেলেছি, একথা ও না জানে ! যে বদরাগী আর খিটখিটে, কি জানি হয়তো মেরেই বসবে।

বাইরে আমগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। আধঘণ্টা পরে ঘরের মধ্যে শব্দ পেয়ে বুঝলাম বুড়ো উঠেছে। তখন আমিআস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

বুড়ো মাদুরের ওপর বসে ছবিখানা দেখছিল, চমকে উঠেপেছনে চেয়ে বললে—কে ?

—আজ্ঞে আমি।

—ও, তুমি এখনো যাও নি ?

—আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, না দেখা করে—

—ঠিক ঠিক। তুমি বেশ ছেলে—ভালো ছেলে।

—তা হলে আমি যাই এখন ?

—আমার ছবি দেখেছ ?

—আজ্ঞে"আজ্ঞে—

—আচ্ছা এসো, দেখবে।

আমি দেখলুম অনেকক্ষণ ধরে।

বুড়ো বললে কি রকম হয়েছে ?

—খুব ভালো।

—ভালো লেগেচে ?

—আজ্ঞে, তা আর বলতে ! কখনো এমন দেখি নি।

—আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো। দাঁড়াও, কি খাবেসকালবেলা ?

—আজ্ঞে কিছু না। আমি যাদের বাড়ি যাচ্ছি, সেখানেখাবো।

—না না, তা হয় না। পান্তভাত হাড়িতে ছিল ?

—"আজ্ঞে না।সব খেয়েছিকাল দুজনে।

নারকোল একটা নিয়ে এসো, কেটে দিই।

—আজ্ঞে আপনাকে কষ্ট দেবো না, আমি খাবো না কিছু। বলেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ি থেকে।

বুড়ো দেখি পেছনে ডাকছে—ও খোকা, শোনো। ওখোকা, যেয়ো না—

আমি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলি—আজ্ঞে, আমিনারকোলখাবো না।

সেই দিনই বিকালে বই নিয়ে আসবার পথে বুড়োর ওখানে যেতে বড় ইচ্ছে হল। বুড়োকে দেখবার জন্যই ঘরের জানালায় উঁকিঝুঁকি মারি।

বুড়োকে কিন্তু দেখতে পেলাম না—ঘুমুচ্চে নাকি ?

ফিরে আসচি এমন সময় কে ডাকলে—কে ?

বললাম—আমি।

—শোনো খোকা, শোনো।

গেলাম। বুড়ো বালিশ ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল।আমায় বললে—আজ রাত্রে এখানে থাকো।

—থাকবো না।

—কেন, থাকো। আজ তোমাকে নারকোল খাওয়াবো, চিঁড়ে খাওয়াবো।

কি স্নেহের সুর ওর কথার মধ্যে। সে রাতেও আমারথাকার ইচ্ছে সেখানে, কিন্তু আমার বাড়ির লোকের ভয় ছিল, না বলে এসেচি। আমি বললাম—মা বকবে।

বুড়ো আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক ঠিক। মা রয়েচেন ?তাহলে যাও। নারকোল খেয়ে যাবে না ?

—আমি নারকোল কাটতে জানিনে।

—আমার হাতে ব্যথা, নইলে আমি তোমাকে নিজেইনারকোল কেটে দিতাম।

আমি চলে এলাম বটে কিন্তু বুড়োর কথা ভুলতে পারলামকতদিন। অনেকদিন কেটে গেল।

বালক থেকে আমি হয়ে উঠেচি যুবক।

পাথুরেঘাটার এক বড়লোকের বাড়ি যাতায়াত করি।সেখানে মস্ত বড় একখানা অয়েল পেন্টিং ছবি দেখে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এই ছবি যার, তাকে আমি কোথায় দেখেচি।বাড়ির লোককে বললাম—ইনি কে ?

তারা বললে—এঁকে চেনেন নাকি ?ইনি বিখ্যাত চিত্রকরদুর্গাচরণ সান্যাল। এঁকে নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ হয় খুব।

—দুর্গাচরণ সান্যাল?

—নামকরা লোক। বড় বৈঠকখানায় যত অয়েল পেন্টিং দেখবেন সব ওঁর করা। দেড় দু'হাজার টাকা নিতেন ছবি পিছু। সব বড়লোক খদ্দের ছিল। এ ছবি তার নিজের, নিজেইএঁকেছিলেন। মেজবাবু বেঁচে থাকতে শিল্পীর নিজের ছবিঅনেক টাকা খরচ করে আঁকিয়ে নেন। আপনি এঁকে চিনতেন !

—আমি কোথাও এঁকে দেখেচি, ঠিক মনে করতেপারচিনে। ইনি থাকতেন কোথায় ?

—থাকতেন কলকাতাতে। বরানগরে। শেষ বয়সে হঠাৎনিরুদ্দেশ হয়ে যান। এত টাকার রোজগার ফেলে, বড় বড়মক্কেল ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন তার কোনোসন্ধানই পাওয়া যায়নি। সে আজবিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা।কেউ খুঁজে পায় নি। খবরের কাগজে হৈ-চৈ হয় তাঁর অন্তর্ধাননিয়ে। অত নামকরা আর্টিস্ট—সে এক রহস্য সেকালকার।

আমার হঠাৎ মনে পড়লো। চিত্রশিল্পী দুর্গাচরণ সান্যালের। রহস্য আমি জানি। সুখপুকুর ঘাটবাঁওড়ের সেই বুড়ো। সেইঝড়বৃষ্টির রাত্রি, সেই অপূর্ব ছবি, আধ-আঁকা সেই ছবিখানা।